আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

History (General)

Semester-2

CC2/GE2

অনন্ত চন্দ্র

Q. কনৌজের অধিকারকে কেন্দ্র করে ত্রিশক্তি সংগ্রামের বিবরণ দাও.

Ans:- প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায় অবস্থিত 'মহোদয়' বা কনৌজ একদা 'সাম্রাজ্যবাদের আসন ও প্রতীকে' পরিণত হয়েছিল। কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে হর্ষবর্ধন কর্তৃক সেখানে রাজধানী স্থাপনের পর থেকে। পরে মৌখরি বংশীয় যশোবর্মনের আমলে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি সম্ভবত আরবদের আক্রমণ থেকে কনৌজকে রক্ষা করেছিলেন। অষ্টম ও নবম শতকে কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

কনৌজের গুরুত্ব বৃদ্ধির পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সাম্রাজ্যের ধারণা কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিবর্তে শুধুমাত্র উত্তর ভারতে বা শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনকেই তৎকালীন নরপতিরা লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে নিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে এক অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনই ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং উত্তর ভারতের কর্তৃত্বের প্রশ্নে কনৌজের উপর

Scanned by CamScanner

অধিকার স্থাপন করা ছিল মর্যাদার প্রতীক, একইভাবে কনৌজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ভারতীয় রাজাদের কনৌজ দখলে প্ররোচিত করেছিল. কনৌজ যার দখলে থাকবে, তার পক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর ভূমির সম্পদ আহরণ করা সহজসাধ্য হত. এইসব কারণে অষ্টম শতকে কনৌজ দখলের জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী ত্রিশক্তি সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল. এই ত্রিশক্তি ছিল উত্তর ভারতের পাল বংশ ও গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ. এই ত্রিশক্তি সংগ্রাম প্রায় দুশো বছর স্থায়ী হয়েছিল.

কনৌজের অধিকারকে কেন্দ্র করে উত্তরের পাল ও প্রতিহার শক্তির সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক. কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট শক্তি এই দ্বন্দ্বে যোগদান করে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়. সম্ভবত রাষ্ট্রকূটরা উত্তর ভারতে পাল বা প্রতিহার কোনো একটি শক্তিকে একছত্র হতে দিতে চায়নি. কারণ সেক্ষেত্রে ওই শক্তি তাদের দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা খর্ব হতে পারত, তাই রাষ্ট্রকূটরা প্রতিরোধমূলক পন্থা হিসাবে কনৌজের দিকে হাত বাড়িয়েছিল.

দীর্ঘস্থায়ী ত্রিশক্তি সংঘর্ষের ক্রমপরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন. বাংলার পাল রাজা ধর্মপাল নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন. একই সময় প্রতিহাররাজ বৎস মধ্যভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন. একইসময়ে প্রতিহাররাজ বৎস মধ্যভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন. ধর্মপাল প্রতিহাররাজের কাছে পরাজিত হন. প্রতিহাররাজের উদ্যোগে

Scanned by CamScanner

ও ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব উত্তর ভারত অভিযান করেন, বৎস পরাজিত হন ধ্রুবর কাছে। পরবর্তীকালে বৎসরাজ রাজপুতানায় ফিরে যান এবং ধ্রুব দোয়াব পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ধর্মপালকেও পরাজিত করেন।

এই যুদ্ধে বস্তুত লাভবান হন ধর্মপাল, কারণ ধ্রুবর হাতে পরাজিত হওয়ার ফলে বৎসরাজ কনৌজ ছেড়ে চলে যান, আবার ধ্রুব কনৌজ দখল করেই দক্ষিণ ভারতে ফিরে যান, এই সুযোগে ধর্মপাল খুব সহজে কনৌজ দখল করতে সক্ষম হন। ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে দিয়ে অনুগত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। কনৌজ ধর্মপালের অধীন, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ শাসন-বহির্ভূত একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, ধর্মপাল কনৌজে এক দরবার আয়োজন করলে উত্তর ভারতের বহু রাজা উপস্থিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

তবে ধর্মপাল দীর্ঘকাল কনৌজের উপর নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারেননি। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে কনৌজকে কেন্দ্র করে পুনরায় ত্রিশক্তি সংঘর্ষের সূচনা হয়, এবারেও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে ধর্মপালের। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহাররা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কনৌজ অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। নাগভট্ট প্রথমে সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। এই অবস্থায় ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী

Scanned by CamScanner

হন। কারণ রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রন্নাদেবী বা রণ্ণাদেবী ছিলেন ধর্মপালের পত্নী। অন্য রাষ্ট্রকূটদের সাহায্য আসতে দেরী হওয়ায় ধর্মপাল একাই কনৌজ পুনরুদ্ধারের জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু এবারেও ধর্মপাল নাগভট্টের কাছে পরাজিত হন।

তবে দ্বিতীয় নাগভট্ট এই বিজয়কে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। কারণ তাঁর জয়লাভের অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরদিকে অভিযান চালান। তাঁর হাতে প্রতিহাররাজ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন। ধর্মপাল বিনা যুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এবারেও তৃতীয় গোবিন্দ জয়লাভের পরেই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। এর সুযোগ নেন ধর্মপাল, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি কনৌজ তথা উত্তর ভারতে নিজ প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। এর পরবর্তী অধ্যায়েও প্রতিহাররাজের বার বার পরাজয়বরণ এবং রাষ্ট্রকূটদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার ফলে তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়েছিল এবং অধিরাজের আসন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

দীর্ঘস্থায়ী ত্রিশক্তি সংগ্রামের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে তিনটি শক্তিরই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। দীর্ঘকাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে প্রত্যেকেরই সৈন্য ও অর্থক্ষয় ঘটেছিল। যুদ্ধের বিপুল ব্যয় সামাল দিতে প্রত্যেককেই জনগণের উপর করের বোঝা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তিনটি শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে সামন্তরাজারা স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিল।

Scanned by CamScanner